# বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেন বিধিবিধানের সাম্প্রতিক সহজিকরণ

চলমান বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেনের বিধিবিধান সহজিকরণ কার্যক্রমের অংশ হিসাবে বিগত বৎসরগুলোতে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক উদারীকরণ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এর ফলে আমদানির বিপরীতে অগ্রিম প্রেরণ, আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যে অর্থায়ন, আউটসোর্সিংসহ বিভিন্ন সেবার বিপরীতে বিদেশ হতে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা গ্রহণ, প্রবাসীদের পাঠানো বৈদেশিক মুদ্রা গ্রহণ, শিক্ষা, ভ্রমণ ইত্যাদি বিভিন্ন কাজে বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয় ও বিদেশে প্রেরণসহ বিভিন্ন শ্রেণী পেশার ব্যক্তি ও ব্যবসায় বাণিজ্যের জন্য প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয়/বিক্রয় সহজতর হয়েছে যেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু ব্যবস্থা নিম্নরূপঃ

১. **জরুরী আমদানির জন্য অগ্রিম মূল্য প্রেরণ ঃ** জরুরী আমদানির প্রয়োজনে বিদেশী সরবরাহকারীর অনুকূলে অগ্রিম প্রেরণের আবশ্যকতা হলে কোন ব্যাংক গ্যারান্টি ছাড়াই প্রতি ক্ষেত্রে অনধিক ৫০০০ মার্কিন ডলার অগ্রিম হিসাবে প্রেরণ করা যাবে। পাশাপাশি, রপ্তানিকারকগণ জরুরী উপকরণাদি আমদানির জন্য তাদের নামে রক্ষিত বৈদেশিক মুদ্রা রিটেনশন কোটা হিসাবের জমা হতে কোন ব্যাংক গ্যারান্টি ছাড়াই প্রতি ক্ষেত্রে অনধিক ১০,০০০ মার্কিন ডলার অগ্রিম হিসাবে বিদেশে পাঠাতে পারবেন (উভয় ক্ষেত্রে অন্যান্য শর্তাবলী পূরণ সাপেক্ষে)।

২. **রপ্তানিমুখী শিল্পের উপকরণ আমদানির জন্য রপ্তানি উন্নয়ন তহবিল তথা ইডিএফ এর সুবিধা বৃদ্ধিকরণ ঃ** রপ্তানীমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক স্বল্প মেয়াদী ঋণ হিসাবে বিতরণের জন্য গঠিত রপ্তানি উন্নয়ন তহবিলের আকার ১০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার হতে বৃদ্ধি করে পর্যায়ক্রমে ১.০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত করা হয়েছে। এক্ষেত্রে একক ঋণগ্রহীতার ঋণ গ্রহণ সীমা বৃদ্ধি করে ১২.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার করা হয়েছে। ঋণের সুদ হার লিবর+২.৫% হতে হ্রাস করে লিবর+১.৫০% এ পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে (আপাতত ১৪/০৬/২০১৪ পর্যন্ত)। বৃহৎ তথা Bulk আকারে আমদানির জন্য কয়েকটি রপ্তানিকারক সংগঠনের (যেমনঃ Bangladesh Textile Mills Association, Bangladesh Garments Accessories & Packaging Manufacturer Export Association, Bangladesh Ceramic Ware Manufacturing Association, Leathergoods & Footwear Manufacturers & Exporters Association of Bangladesh) সদস্যদেরকে এ তহবিল হতে ঋণ গ্রহণের সুযোগ দেয়া হয়েছে।

৩. **বিলম্বে পরিশোধের শর্তে আমদানির জন্য সাপ্লায়ার্স ক্রেডিট/বায়ার্স ক্রেডিট ঋণ গ্রহণের সুবিধা সহজিকরণ ঃ** অত্যাবশ্যকীয় পণ্য বিলম্বে মুল্য পরিশোধের শর্তে আমদানির সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে আমদানিকারকগণ বার্ষিক অনধিক ৬% সুদে আন্তর্জাতিক কোন ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে অনুমোদিত ডিলার ব্যাংকের মাধ্যমে স্বল্প মেয়াদী বায়ার্স ক্রেডিট তথা ঋণ সুবিধা গ্রহণ করতে পারেন। পাশাপাশি, একই সুদহারে সরবরাহ ঋণ বা সাপ্লায়ার্স ক্রেডিট গ্রহণেরও সুযোগ রয়েছে।

৪. **রপ্তানিকারকগণের রপ্তানি বিল ডিসকাউন্টের মাধ্যমে তাৎক্ষণিক বৈদেশিক মুদ্রায় অর্থায়ন সুবিধা ঃ** বাংলাদেশে উৎপাদিত পণ্যের রপ্তানিকারকগণের বৈদেশিক মুদ্রায় তাৎক্ষণিক অর্থায়ন সুবিধার জন্য সকল ধরণের কমিশন/ফি/সুদ সহ (all in cost) বার্ষিক অনধিক ৬% ব্যয়ে স্বীয় অনুমোদিত ডিলার ব্যাংকের মাধ্যমে (এডি ব্যাংক কর্তৃক বৈদেশিক উৎস হতে সংগৃহীত তহবিল দ্বারা) রপ্তানি বিল বৈদেশিক মুদ্রায় ডিসকাউন্টিং এর সুবিধা প্রদান করা হয়েছে ।

৫. **ক্রেডিট রিপোর্ট সংগ্রহের আবশ্যকতার মাত্রা পুনঃর্নিধারণ ঃ** আমদানির ক্ষেত্রে বৈদেশিক সরবরাহকারীর ক্রেডিট রিপোর্ট সংগ্রহের আবশ্যকতার ন্যূনতম সীমা সরবরাহকারীর পিআই এর বিপরীতে ও ইন্ডেন্টর এর ইন্ডেন্ট এর বিপরীতে যথাক্রমে ১০,০০০ মার্কিন ডলার ও ২০,০০০ মার্কিন ডলারে উন্নীত করা হয়েছে যেগুলো এর পূর্বে ছিল যথাক্রমে ৫.০ লক্ষ টাকা ও ১০.০ লক্ষ টাকা।

৬. **আন্তর্জাতিক ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে হোটেল বুকিং ঃ** বহির্গামী বাংলাদেশীগণকে আন্তর্জাতিক ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে অনলাইনে বাংলাদেশ থেকে হোটেল বুকিং করার অনুমোদন দেয়া হয়েছে।

৭. **আন্তর্জাতিক ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে অনলাইনে পণ্য/সেবা ক্রয় ঃ** আন্তর্জাতিক কার্ডের মাধ্যমে অনলাইনে পণ্য/সেবা ক্রয়ের সুযোগ দেয়া হয়েছে। এসব ক্ষেত্রে এক লেনদেনে সর্বোচ্চ মাঃ ডঃ ১০০ পর্যন্ত অনলাইনে পণ্য/সেবা ক্রয় করা যায়।

৮. **প্রবাসী বাংলাদেশীদের পাঠানো রেমিট্যান্স গ্রহণ সহজিকরণ ঃ** প্রবাসী বাংলাদেশীদের পাঠানো টাকা ব্যাংক শাখার পাশাপাশি বাংলাদেশ পোস্ট অফিসের শাখা অফিস, অনুমোদিত এনজিও'র শাখা অফিস ও মোবাইল কোম্পানীর এজেন্ট হতেও গ্রহণ করা যায়। ফলে প্রত্যন্ত অঞ্চলসহ দেশের যে কোন স্থানে প্রবাসী বাংলাদেশীদের প্রেরিত টাকা পাওয়া দ্রুত ও সহজতর হয়েছে।

৯. **বিদেশ ভ্রমণের জন্য ব্যক্তিগত ভ্রমণ কোটা বৃদ্ধি ঃ** সার্কভুক্ত দেশগুলো ও মায়ানমার ব্যতীত অন্যান্য দেশে ভ্রমণের জন্য ভ্রমণ কোটার পরিমাণ বার্ষিক ৭০০০ (সাত হাজার) মার্কিন ডলারে উন্নীত করা হয়েছে। সার্কভুক্ত দেশগুলো ও মায়ানমার ভ্রমণের জন্য বার্ষিক বৈদেশিক মুদ্রা ভ্রমণ কোটার পরিমাণ এক পঞ্জিকাবর্ষে ৫০০০ (পাঁচ হাজার) মার্কিন ডলারে উন্নীত করা হয়েছে। পাশাপাশি, অভিবাসন ও চাকুরীসূত্রে একমুখী টিকেটে বিদেশ গমনের জন্য ভ্রমণ কোটার আওতায় এডি ব্যাংক হতে বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয় করা যায়।

১০. **বিদেশে শিক্ষা গ্রহণে বৈদেশিক মুদ্রা প্রেরণ সহজিকরণ ঃ** বিদেশে লেখাপড়ার জন্য ভর্তি প্রক্রিয়াকরণ বিষয়ক সমস্ত ফি, TOEFL, SAT ইত্যাদি পরীক্ষার ফি ভার্চুয়াল কার্ডসহ আন্তর্জাতিক কার্ডের মাধ্যমে পরিশোধ করা যায়। অধিকন্তু, যারা স্টুডেন্ট ফাইল না খুলেই উচ্চ শিক্ষার জন্য বিদেশে চলে গেছেন তারাও অভিভাবকের মাধ্যমে ফাইল খুলে বিদেশে বৈদেশিক মুদ্রা নিতে পারেন।

১১. **বিদেশে প্রশিক্ষণ/সেমিনার/ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণ ফি প্রেরণ ঃ** সরকারী/আধা-সরকারী/স্বায়ত্ত্বশাসিত/বেসরকারী/এনজিও প্রতিষ্ঠান ও ব্যাংকের কর্মকর্তাদের বিদেশে প্রশিক্ষণ, সেমিনার ও ওয়ার্কশপে অংশ গ্রহণের জন্য রেজিষ্ট্রেশন ফি অনুমোদিত ডিলার ব্যাংকের মাধ্যমে বিদেশী আয়োজক সংস্থার অনুকূলে প্রেরণ করা যায়। পূর্বে এ ধরনের ফি প্রেরণে বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্বানুমোদনের প্রয়োজন ছিল।

১২. **ঘোষণা প্রদান ছাড়াই বিদেশ হতে পাঠানো বৈদেশিক মুদ্রা গ্রহণ/নগদায়নের সীমা বৃদ্ধি ঃ** বিদেশ হতে ব্যাংকের মাধ্যমে পাঠানো অনধিক ৫০০০ (পাঁচ হাজার) মার্কিন ডলার/সমমান অন্য বৈদেশিক মুদ্রা টাকায় গ্রহণ করার জন্য ফরম 'সি' তে ঘোষণা প্রদানের প্রয়োজনীয়তা নেই। পূর্বে এ সীমা ছিল ২০০০ মার্কিন ডলার। উল্লেখ্য, প্রবাসী বাংলাদেশীগণ (Wage Earners) কর্তৃক ব্যাংকের মাধ্যমে পাঠানো বৈদেশিক মুদ্রা টাকায় রূপান্তরের জন্য ফরম 'সি' তে কোনরূপ ঘোষণা প্রদানের প্রয়োজন হয় না।

১৩. **বাংলাদেশী মুদ্রার আমদানি ও রপ্তানি ঃ** বিদেশ যাওয়ার সময় কোন ব্যক্তি বাংলাদেশী মুদ্রায় অনধিক ৫০০০(পাঁচ হাজার) টাকা সঙ্গে নিতে পারেন। বিদেশ হতে দেশে আসার সময়ও বাংলাদেশী মুদ্রায় অনধিক ৫০০০(পাঁচ হাজার) টাকা সাথে আনতে পারেন। পূর্বে এ সীমা ছিল অনধিক ২০০০(দুই হাজার) বাংলাদেশ টাকা। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, বিদেশ হতে দেশে আসার সময় যে কোন পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা সাথে আনা যায়; তবে আনীত বৈদেশিক মুদ্রার পরিমাণ ৫০০০ (পাঁচ হাজার) মার্কিন ডলার বা এর বেশী হলে কাষ্টমস্ কর্তৃপক্ষের নিকট FMJ ফরমে ঘোষণা দিতে হয়।

১৪. **আউটসোর্সিং সহ বিদেশে সেবা রপ্তানির বিপরীতে আয় করা বৈদেশিক মুদ্রা গ্রহণ সহজিকরণ ঃ** ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বাংলাদেশের বাইরে প্রদেয় সেবা যেমন সফট্ওয়্যার ও তথ্য প্রযুক্তি সেবা (ডাটা এন্ট্রি, ডাটা প্রসেসিং, বিজনেস প্রসেস আউটসোর্সিং/ফ্রি ল্যান্সিং), ব্যবসায়িক সেবা, পরামর্শ সেবা, গবেষণাকর্ম ইত্যাদি বিদেশে অদৃশ্য আকারে/ইন্টারনেট এর মাধ্যমে রপ্তানি করে অনুমোদিত ডিলার ব্যাংকের মাধ্যমে সহজেই রপ্তানিমুল্য পাওয়া যায়।

১৫. **অনলাইন পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমে রপ্তানিমূল্য গ্রহণ ঃ** ফ্রিল্যান্সিংসহ অদৃশ্য আকারে/ইন্টারনেট এর মাধ্যমে তথ্য প্রযুক্তি সংক্রান্ত সেবা রপ্তানির বিপরীতে প্রাপ্ত বৈদেশিক মুদ্রা টিটি বা ড্রাফট্ আকারে দেশে আনার পাশাপাশি অনলাইন পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমেও (বর্তমানে প্রতি ক্ষেত্রে অনধিক ২০০০ মার্কিন ডলার পর্যন্ত) দেশে আনা যায় (বর্তমানে ব্যাংক এশিয়ায় এ সুবিধা চালু রয়েছে)।

১৬. **তথ্যপ্রযুক্তিখাতের রপ্তানিকারকদের জন্য ই-কমার্স ভিত্তিতে রপ্তানির সুযোগ ও আন্তর্জাতিক ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে রপ্তানি মূল্য গ্রহণ ঃ** তথ্য প্রযুক্তি/সফট্ওয়্যার খাতের প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের পণ্য/সেবা ওয়েব/ইন্টারনেটের মাধ্যমে বৈদেশিক ক্রেতার নিকট বিক্রয় করতে এবং রপ্তানিমূল্য বৈদেশিক ক্রেতা হতে আন্তর্জাতিক ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে অনুমোদিত ডিলার ব্যাংকের মাধ্যমে গ্রহণ করতে পারে।

১৭. **সেবা রপ্তানির বিপরীতে আয় করা অর্থ বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব খুলে সংরক্ষণ করা ঃ** সেবা রপ্তানিকারকগণ তাদের আয় করা বৈদেশিক মুদ্রার অর্ধেক পর্যন্ত বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব খুলে জমা রাখতে পারেন যা যে কোন সময় টাকায় পরিণত করার পাশাপাশি বিদেশ ভ্রমণের সময় সাথে নেয়া যায় অথবা যে কোন চলতি প্রয়োজনে বিদেশে পাঠানো যায়।

১৮. **আইটি/সফট্ওয়্যার প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য বিশেষ বৈদেশিক মুদ্রা কোটা ঃ** তথ্য প্রযুক্তিখাতের রপ্তানিকারকদের স্বাভাবিক বৈদেশিক মুদ্রা রিটেনশন কোটা সুবিধার অতিরিক্ত হিসাবে আইটি প্রতিষ্ঠান/সফটওয়্যার নির্মাতা প্রতিষ্ঠানগুলো কতিপয় ব্যয় নির্বাহের জন্য অনুমোদিত ডিলার ব্যাংক হতে প্রতি পঞ্জিকাবর্ষে আরও ১০,০০০(দশ হাজার) মার্কিন ডলার ক্রয় করতে পারে। এ প্রাধিকারের বিপরীতে প্রাপ্তব্য বৈদেশিক মুদ্রা আন্তর্জাতিক কার্ডের মাধ্যমে পুনরাবর্তন ভিত্তিতে ব্যবহার করা যায়।

১৯. **এডি ব্যাংক কর্তৃক রপ্তানি প্রত্যাবাসন সনদ ইস্যু ঃ** রপ্তানিকারক কর্তৃক বিবিধ সুবিধা যেমন নগদ সহায়তা, ডিউটি ড্র-ব্যাক ইত্যাদি গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় রপ্তানিমূল্য প্রত্যাবাসন সনদ তথা Proceed Realization Certificate (PRC) এডি ব্যাংক এখন নিজেই ইস্যু করতে পারে। পূর্বে এ সনদে বাংলাদেশ ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট বিভাগের প্রত্যয়নের আবশ্যকতা ছিল।

২০. **বিদেশস্থ ব্রোকারেজ ফার্মের কমিশন পরিশোধ ঃ** বাংলাদেশের পুঁজি বাজারে বিনিয়োগের জন্য আগত বিদেশী বিনিয়োগকারীদের সহায়তা প্রদানকারী বিদেশী ব্রোকারেজ ফার্মের কমিশন সহজে বিদেশে প্রেরণের জন্য নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে।

২১. **অনলাইন/ইমেইল পদ্ধতিতে ১৮ (এ) এবং ১৮(বি) এর অনুমোদন প্রদান ঃ** বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৪৭ এর ১৮ (এ) ও ১৮ (বি) এর ধারায় বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদন প্রক্রিয়া সহজতর করার জন্য ই-মেইল ও অনলাইন পদ্ধতিতে আবেদন গ্রহণ ও দ্রুততম সময়ের মধ্যে অনুমোদন প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ফলে উক্ত অনুমোদন প্রদানে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ সময় সাশ্রয় হচ্ছে।

২২. **কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানের বিদেশস্থ পেশাদারী/বৈজ্ঞানিক সংস্থার সদস্য ফি পরিশোধ ঃ** ব্যক্তি ও অব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানও অনুমোদিত ডিলার ব্যাংকের মাধ্যমে বিদেশস্থ আন্তর্জাতিক পেশাদারী/বৈজ্ঞানিক সংস্থার অনুকূলে সদস্য ফি প্রেরণ করতে পারে মর্মে নীতিমালা ঘোষিত হয়েছে।

২৩. **ওমরা হজ্ব গ্যারান্টি ইস্যুতে এডি ব্যাংকগুলোকে প্রাধিকার অর্পণ ঃ** অনুমোদিত ডিলার ব্যাংকগুলো বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্বানুমোদন ব্যতিত ওমরা হজ্ব এজেন্টের পক্ষে সৌদি আরবস্থ ওমরা হজ্ব সার্ভিস এজেন্টের অনুকূলে সর্বোচ্চ ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) সৌদি রিয়াল মূল্যের ব্যাংক গ্যারান্টি/ পারফরমেন্স বন্ড ইস্যু করতে পারবে মর্মে নীতিমালা ঘোষিত হয়েছে।

---

*উল্লিখিত বিষয়গুলো মূল নির্দেশনার সংক্ষেপিত ভাষ্য। বিস্তারিত ভাষ্যের জন্য গাইডলাইন্স ফর ফরেন এক্সচেঞ্জ ট্রানজাকশান্স ২০০৯ (খন্ড-১) ও বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারীকৃত এফই সার্কুলার/সার্কুলার লেটারগুলো দেখা যেতে পারে যেগুলো বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েবসাইটেও (www.bb.org.bd) প্রদর্শিত হচ্ছে। এ বিষয়ে অতিরিক্ত কোন তথ্যের প্রয়োজন হলে বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা, ফোন : ৯৫৩০২৯৮, ৯৫৩০১৪২, ১৬২৩৬, ই-মেইল : gm.fepd@bb.org.bd বরাবরে যোগাযোগ করা যেতে পারে।*